যুগান্তর
প্রিন্ট: ১০ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৫৫ এএম

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার্থীকে ‘হুমকির’ অভিযোগ জাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৫ পিএম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) চারুকলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম রেজার বিরুদ্ধে ‘হুমকির দেওয়ার’ অভিযোগ তুলেছেন বিভাগের এক শিক্ষার্থী।

বুধবার উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের দপ্তরে অভিযোগটি করেন চারুকলা বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. মাহমুদুর রহমান।

জানা যায়, বিভাগের ৪৯ ব্যাচের চূড়ান্ত ফলাফল ছয় মাস ধরে প্রকাশ না হওয়ায় বিষয়টি দুইটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দৈনিক যুগান্তরে ‘ছয় মাসেও ফল নেই, সেশনজটের কবলে জাবির চারুকলার শিক্ষার্থীরা’-এই শিরোনামে একটা প্রতিবেদন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘জাবির সকল সংবাদ’ নামের একটি গ্রুপে শেয়ার হওয়ার পর সেখানে মাহমুদুর রহমান কমেন্টে লেখেন, ৪ বছরের অর্নাস শেষ করলাম ৭ বছরে। এখনো রেজাল্ট হাতে আসে নাই। এমনি চলছে এই ডিপার্টমেন্ট। স্টুডেন্টদের জীবন নিয়ে তামাশা চলছে। এমন ডিপার্টমেন্ট থাকার চেয়ে না থাকাই অনেক ভালো। আগে বুঝতে পারলে জীবনেও ভর্তি হতাম না।

এরপর বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী মাস্টার্সে ভর্তির বিষয়ে অধ্যাপক শামীম রেজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, ‘সবাই ভর্তি হলেও মাহমুদুর রহমানকে (অভিযোগকারী শিক্ষার্থী) আমি ভর্তি হতে দেব না’।

মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘স্যারের এমন মন্তব্য আমার ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। এতে আমার মাস্টার্স ভর্তি ও অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে শঙ্কিত।’

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, ‘এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই, যেন আমার একাডেমিক ক্যারিয়ারে কোনো প্রভাব না পড়ে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চারুকলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম রেজা বলেন, ‘এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি একথা বলেছি, তবে যেভাবে অভিযোগ করা হয়েছে এভাবে বলিনি। আমি বলেছি যেহেতু বিভাগে সেশনজট রয়েছে, তাই সেশনজটে না জড়িয়ে চাকরি করার জন্য তাকে পরামর্শ দিয়েছি।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, আমি অভিযোগটি পেয়েছি। বিষয়টির সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।